প্রথম আলো

তারিখ 14 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

কোচিং নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ পাঁচ মাসেও বাস্তবায়িত হয়নি

মোশতাক আহমেদ ●

কোচিং ও প্রাইভেট নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ পাঁচ মাস পরও বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। তবে এখন কোচিং নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিমালা করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি খসড়া।

খসড়ায় তদন্ত কমিটির সুপারিশের মতোই বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে নিজের বাসায় বা অন্য কোথাও কোচিং করাতে পারবেন না। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমোদন নিয়ে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন।

এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতর পিছিয়ে পড়া বা দুর্বল শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ক্লাসের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মহানগর এলাকায় প্রতি বিষয়ে ২০০ টাকা, জেলা পর্যায়ে ১৭৫ টাকা এবং উপজেলাসহ মফস্বল এলাকায় ১০০ টাকা করে নেওয়া যাবে। তবে অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া যাবে।

> এখন কোচিং নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিমালা করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি খসড়া

তবে এ টাকা আলাদা তহবিলের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। সেখান থেকে প্রতিষ্ঠানের খরচের জন্য ১০ শতাংশ টাকা কেটে রাখা হবে। বাকি টাকা শিক্ষকদের দেওয়া হবে। এ নীতিমালা ভঙ্গ করলে এমপিও বাতিল, বেতন কর্তনসহ নানা ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

খসড়া এ নীতিমালা নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সভা ডাকা হয়েছে। জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'কোচিংয়ের বিষয়ে আমরা নীতিমালা তৈরির জন্য কাজ করছি। তবে কোচিং সমস্যা দীর্ঘদিনের। আমরা চাই কোচিং বন্ধ হোক।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকেই 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বন্ধ নীতিমালা-২০১২' করা হচ্ছে। আজকের সভায় এ নীতিমালার খসড়া নিয়ে আলোচনা করে এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত চলছে প্রাইভেট ও কোচিংয়ের দাপট। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে প্রাইভেট বা কোচিং এখন শ্রেণীকক্ষের বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। শিক্ষকেরা যেমন শ্রেণীকক্ষে মনোযোগ কমিয়ে দিচ্ছেন, তেমনি অভিভাবকেরাও বাধ্য হয়ে সন্তানকে পাঠাচ্ছেন কোচিং বা গৃহশিক্ষকের কাছে।

শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কম নম্বর দেওয়াসহ নানা ধরনের অনৈতিক ঘটনাও হচ্ছে। গতকাল বুধবার *প্রথম আলো* কার্যালয়ে এসে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন অভিভাবক বলেন, তাঁর মেয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের আজিমপুর শাখায় নবম শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু গণিতের একজন শিক্ষকের কাছে না পড়ায় ওই শিক্ষক তাঁর মেয়েকে শ্রেণীকক্ষে গালিগালাজ করেন। প্রাইভেট পড়ার জন্য নানাভাবে চাপ দিচ্ছেন।

গত বছর সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়ার সহায়তায় পরিচালিত শিশু সংগঠন চাইল্ড পার্লামেন্টের জরিপে দেখা যায়, ৮২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে বা কোচিংয়ে অংশ নেয়। জরিপে মন্তব্য করা হয়, বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় গুণগত শিক্ষা দিতে পারছে না। ফলে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফলের জন্য গৃহশিক্ষক বা কোচিংয়ের শরণাপন্ন হচ্ছে। ৬৪টি জেলার ৬৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক হাজার ২৮০ জন শিক্ষার্থীর ওপর ওই জরিপ পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীরা চতুর্থ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অসংখ্য শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের মতোই বাসাভাড়া নিয়ে একসঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থীকে পড়াচ্ছেন। অনেকে শ্রেণীকক্ষের মতো মাইক্রোফোন ব্যবহার করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন। এ চিত্র দীর্ঘদিন ধরেই চলছে।

প্রাইভেট ও কোচিংয়ের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গত বছরের শেষ দিকে অভিভাবক ঐক্য ফোরাম নামের একটি সংগঠনের পক্ষে আদালতে রিট করা হলে আদালত কোচিং বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা কেন কোচিং বন্ধে পরিপত্র জারি করা হবে না, তা জানতে রুল জারি করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিং বন্ধে করণীয় ঠিক করতে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এ এস মাহমুদের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে দেয়। এ কমিটি গত জানুয়ারি মাসে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়।

কমিটির সুপারিশে বলা হয়, কোনো শিক্ষক তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় বা অন্য কোথাও কোচিং করাতে পারবেন না। কিন্তু এখন পর্যন্ত সুপারিশের বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। এমনকি সম্মানী ভাতার বিনিময়ে বাড়তি ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্তও বাস্তবায়িত হয়নি। বরং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আগের মতোই শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের ক্লাসের চেয়ে কোচিংয়ে বেশি ব্যস্ত থাকছেন।

এখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় থেকেও বিদ্যালয়গুলোকে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম, মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন ও ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম।

জানতে চাইলে যুগ্ম সচিব এ এস মাহমুদ *প্রথম আলোকে*, 'কোচিং নিয়ন্ত্রণের জন্যই আমরা নীতিমালা করছি।'